নিজের ঠিকানা তারিখ

প্রিয় xxx,

অনেকদিন হল তোমার চিঠি পেয়েছি । কিন্তু সময়ে উত্তর আর দেওয়া হয় নি। আসলে আমরা বেড়াতে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে তাই লিখছি । রাগ কর না যেন। আমরা দিল্লি আগ্রা গিয়েছিলাম। নতুন দিল্লির ঝা চোখকে রাস্তাঘাট, দূতাবাস, রাষ্ট্রপতি ভবন, ইন্দিরা মিউজিয়াম, ইত্যাদি থেকেও আমার পুরোনো দিল্লির ঐতিহাসিক স্মৃতি সমন্বিত স্থাংগুলি বেশি ভাল লেগেছে। তাজমহল, সে তো এক অনন্য অভিজ্ঞতা । আমরা পূর্ণিমায় তাজ দেখেছি । এত দৃষ্টির দাক্ষিন্য । আর আগ্রা ফোর্ট, সেকেন্দ্রাবাদের স্থাপত্ত সবই বড়ই স্মৃতিমেদুর । আর আলো ও ধ্বনিতে যে ইতিহাসকে ফিরে দেখার আয়োজন – তা ভাষায় প্রকাশ করতে আমি অক্ষম । তাই এই ভ্রমণ টা আমার মনে। মনিকোঠায় অবিনশ্বর হয়েই থাকবে।

পারলে ঘুরে এস একবার । চিঠি দিও উত্তর পেতে আর সময় লাগবে না । বাড়ির বড়দের প্রণাম, ছোটদের ও তোমাকে অনেক ভালোবাসা জানিয়ে শেষ করছি।

Xxx

প্রাপকের ঠিকানা ও স্ট্যাম্প সহ খাম

নিজের ঠিকানা তারিখ

প্রিয় xxx,

অনেক দিন তোমার কোনও খবর নেই । ভাল আছো তো? পড়াশুনো কেমন চলছে? গ্রামেও তো আজকাল মেয়েদের লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া বিষয়ে মানুষের সচেতনটা বাড়াতে, সরকারী সাহায্য গুলি বিষয়ে সমক্ষ করে তুলতে অনেক কিছু করা হচ্ছে। তুমি সে সব জান তো ?

তুমি কিন্তু কোনও অবস্থাতে পর ছাড়বে না । জানি তোমাদের গ্রামে শহরের তুলনায় মেয়েদের পড়া নিয়ে একটু কম সচেতনতা। মেয়েদের বিয়ে নিয়েই অভিভাবকরা বেশি ব্যস্ত। তবু তুমি সেই সব প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেই পড়াটা শেষ করো। পড়াশোনা করে একটা কাজের ব্যবস্থা করো , যাতে আর্থিক স্বাধীনতা আসে । মেয়েরা আর্থিক ভাবে স্বনির্ভর হলেই তো নিজের শর্তে বাঁচতে পারবে। এখন সরকার মেয়েদের শিক্ষার জন্য নানারক, প্রকল্প ঘোষণা করছে। কন্যাশ্রী ইত্যাদি। ছাত্রছাত্রীদের পড়তে টাকা প্রায় লাগে না, তাছাড়া স্কুলে ছোটদের দেয় খাবার। তাই যেভাবেই হোকক পড়াশোনা চালিয়েই যেতে হবে। দূরের ছাত্রীদের সুবিধার জন্য সাইকেল ও দিচ্ছে সরকার। উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত নানাখাতে টাকা দেওয়া হয়। তাই স্কুলের অফিসে বা পঞ্চায়েত অফিসে খোঁজ নেবে এবং নিজের অধিকার বুঝে নেবে। কোনও কিছু নিয়ে সংশয় জাগলে আমায় জ্যানতে চেও। কম্পুটার দক্ষতা অর্জন কর তাহলে নিজেই সব জেনে নিতে পারবে। ভাল থেকো। সময় মত উত্তর দিও। ভালোবাসায়।

নিজের ঠিকানা তারিখ

প্রতি
মাননীয় আধিকারিক মহাশয়
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
টালিগাঞ্জ শাখা
কলকাতা

মাননীয়েসু

বিষয়: বাড়ি তৈরি ঋণ জনিত

আমি xxx, নিবাস xxx, এখন ভাড়া বাড়িতে থাকি। আমার একটি দু কথার জমি আছে, যার ঠিকানা xxx। সেখানে একটি ছোট বাড়ি করার জন্য আমি আপনার কাছে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ টাকা) ঋণের জন্য আবেদন করছি। সঙ্গে দিলাম জমির দলিলের ফটোকপি, বাস্তুকার দ্বারা নির্মিত বাড়ির বাজেট, পুরপসভা কর্তৃক অনুমোদিত বাড়ির প্ল্যানের ফটোকপি, আমার আয়ের প্রমাণপত্র ,আমার আয়কর প্রদানের প্রমাণ পত্র, আমার ব্যক্তিগত পরিচিতির প্রমাণপত্র, আমার নীজস্ব সঞ্চিত রাশির প্রমাণপত্র ইত্যাদি। ১৫ বছরের জন্য এই গৃহরিন প্রার্থনা করি, যা ব্যাঙ্কের নিয়ম মত আমি নিয়মিত সুদসহ পরিশোধে স্বীকৃত থাকব। সঙ্গে দিলাম দুজন গ্যারান্টারের স্বাক্ষর সহ নথি।

ধন্যবাদ সহ।

Xxx
প্রেরকের পূর্ণ ঠিকানা, তারিখ, ফোন নম্বর।

নিজের ঠিকানা তারিখ

প্রতি,
সম্পাদক আনন্দবাজার পত্রিকা,
কলকাতা

সম্পাদক সমীপেষু ,

আপনার বহুল প্রচলিত সংবাদপত্রে পথে মোবাইল ফোনের ব্যবহারের বিপদ সম্পর্কে সচেতনটা প্রসারের এই পত্রটি প্রকাশিত হলে বাধিত হব। প্রায়শই আপনার কাগজে প্রকাশিত হয় অকালমৃত্যুর সব ঘটনা, যে ক্ষেত্রে ঘাতক হয় মোবাইলফোন। কোন কোন রাস্তা পার হওয়া, গাড়ি চালানো, ট্রেন লাইনে ফোণে কানে হাঁটা, যানবাহন থেকে নামওঠার ফলে অনেকেই দুর্ঘটনাতে শুধু পড়ে না, মারাও যায়। এই কুঅভ্যাস সম্পর্কে জনমনে এখনি সচেতনেতা গড়ে তোলা দরকার নাহলে আরও যে কত প্রাণ অকালে যাবে। কথা তো আমাদের বলতেই হবে, তবে প্রাণ থাকলে তো কথা। তাই প্রাণ বাঁচাতে কথা বলয় সাবধান হতেই হবে। এই ভয়ংকর বদভ্যাস মানুষের নিজের মন কি অপরার প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে। ড্রাইভার ফোনে কান মন রাখলে, তার কারণে ঘটা দুর্ঘটনার ফলভোগ করে নিরীহ যাত্রী ও পথচারিগণ। তাই আমাদেরই উদ্যোগী হয়ে এই কুঅভ্যাস পরিত্যাগ